শেষ বেশ

কৌতুক-নাট্য

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ;

প্রথমাভিনয় রজনী, রবিবার, ৭ই আশ্বিন, ১৩২৪

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পাঁচ আনা

পূর্ব্বকথা

'শেষ বেশ' প্রকাশিত হইল।

গত বৎসর 'গ্রেফতার' নামে আমার একটি ছোট গল্প ভারতীতে প্রকাশিত হইলে কয়েকজন বন্ধু সেটি নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের আগ্রহেই 'শেষ বেশ' রচিত হইল। 'গ্রেফতার' গল্পটি আমার রচিত "বৈকালি" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভবানীপুর
৪ঠা পৌষ, ১৩২৪

শ্রীযুক্ত কুমুদিনীমোহন নিয়োগী

বন্ধুবরেষু—

ভাই নিয়োগী,

তোমারই কথায় 'গ্রেফতার' লিখি, এবং তোমারই বিশেষ আগ্রহে 'গ্রেফতারে'র এই 'শেষ বেশ'-এ রূপান্তর-গ্রহণ। তাই এখানি তোমার হাতে দিলাম।

সৌরীন্দ্র

পরিচয়

সতীশ, জিতেন, তিনকাড়, অবিনাশ, যোগেশ, সুরেশ প্রভৃতি		সকলেই কলিকাতার মেসে থাকেন। কেহ উকিল, কেহ-বা কলেজের ছাত্র।
কুমুদ চৌধুরী	...	রাজশাহীর ছাত্র; বি, এল পরীক্ষা দিতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।
সন্তোষকুমার	...	পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর
সুরবালা	...	সন্তোষের বিদুষী পত্নী
নীহার	...	সুরবালার ভগ্নী

ঝী, জমাদার, নারীগণ, পুরুষগণ, বাঙ্গালী সৈন্যগণ, উকিলগণ, মুহুরিগণ প্রভৃতি

শেষ বেশ

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা ; মেসের কক্ষ ।

[দুইধারে দুইখানি তক্তাপোষ—তদুপরি শয্যা । একটি শয্যার উপর কুমুদ উপবিষ্ট । নীচে মাদুর পাতা ; মাদুরের উপর বক্স-হার্ম্মোনিয়ম । সতীশ সুর ধরিয়াছিল ; অন্য শয্যায় ও মাদুরের উপর জিতেন, তিনকড়ি, যোগেশ, সুরেশ প্রভৃতি উপবিষ্ট । পটোত্তোলনের পর সতীশ হার্ম্মোনিয়ম ছাড়িয়া কথা কহিল]

সতীশ । ওরে বাবুলাল, চায়ের জল হল ?

তিনকড়ি । জল ঠিক সময়ে হাজির হবে । তুমি আর একখানা ধর ততক্ষণ—

সতীশ । আবার ?

যোগেশ । নিশ্চয় । ভারী জমে গেছে সকালটা !

সতীশ । তোমরা কেউ ধর এবার । আমি চায়ের যোগাড়

দেখি। কুমুদের আজ আবার অনেক বাজার করবার আছে। ও.আজই বাড়ী যাবে।

তিনকড়ি। আজই?

সুরেশ। বিলক্ষণ! তাও কি হয়! কি বলেন কুমুদবাবু—কাল এগজামিন শেষ হল, আর আজই পালাবেন? দুদিন আমোদ-আহ্লাদও করবেন না মশায়?

সতীশ। আমোদ-আহ্লাদের জন্যই ত উনি ভাগতে চান্।

তিনকড়ি। কি রকম?

সতীশ। রকম আবার কি! ওঁর এই নতুন বিয়ে হয়েছে—তোমার মত নামকাটা সেপাই নন্ ত! সেখানে নবোঢ়া রূপসীর সঙ্গ-সুখ ছেড়ে উনি এই মেসে পড়ে কি আমোদ করবেন, বল ত?

সুরেশ। তাই না কি, কুমুদবাবু?

কুমুদ। (সলজ্জভাবে ঘাড় নামাইল)

সতীশ। আরে, নিজের স্ত্রী! এতে আবার লজ্জা কি!...ওরে বাবুলাল,—চায়ের জন্য যে ঘাল হয়ে যাই এদিকে—তোর হল?

যোগেশ। নাও, নাও, গান ধর। কুমুদবাবু অতিথি—ওঁর entertainmentএ ত্রুটি না হয়!

জিতেন। কুমুদবাবু পাশ করে কি রাজশাহীর বারই জয়েন্ করবেন, ভেবেছেন?

তিনকড়ি। না, তোমার জুনিয়র হয়ে পুলিশ কোর্টে বেরুবেন।

যোগেশ। তা মন্দ হয় না, কুমুদবাবু। ইনি ত এই সেদিন বেরিয়েছেন, এরি মধ্যে আসর সরগরম করে ফেলেছেন। কাগজে প্রায়ই রিপোর্ট বেরোয়, দেখেন নি?

অবিনাশ। (তক্তাপোষে শুইয়া খবরের কাগজ দেখিতে-ছিল; সে বলিল) এই যে আজকের কাগজই তার প্রমাণ। জিতেনের একটা কেশের রিপোর্ট বেরিয়েছে।

জিতেন। কোন্ কেশ্‌টা আবার রিপোর্ট করলে?

যোগেশ। কটা কেশ্‌ কাল করেছ হে?

জিতেন। হাঁ, কাল একটু heavy file ছিল।

যোগেশ। রিপোর্টটা পড়ত হে, অবু—আপনিও শুনে রাখুন, কুমুদবাবু। এগুলো হচ্ছে royal road to success.

অবিনাশ। এই যে—

"A Lenient Judgment.

Two weeks for a lota.

One Abdul was placed before the Chief Presidency Magistrate for trial on a charge of having committed theft in respect of a brass lota belonging to one Ganga Kahar. He was caught red-handed. Babu Jitendrakumar Das, Pleader appeared for the accused. The learned pleader admitted the charge and prayed for mercy. The

Magistrate convicted the accused to undergo two weeks' rigorous imprisonment."

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সুরেশ। Prayer for mercy!

যোগেশ। আচ্ছা, এ কেশ্‌ রিপোর্ট করাতে লজ্জা হল না তোমার, জিতেন?

জিতেন। লজ্জা কিসের?

যোগেশ। আমরা ভেবেছিলুম, না জানি, কি মস্ত ল' পয়েণ্ট argue করেছ!

তিনকড়ি। রিপোর্টারকে এর জন্য ক' পয়সার টিফিন খাইয়েছ হে?

যোগেশ। সেদিকে চালাক আছে! এক প্যাকেট হাওয়া-গাড়ীতেই কাম ফতে করেছে!

জিতেন। জ্যাঠামি করতে হবে না—থামো।

সুরেশ। যাক্‌, যাক্‌, গান ধর।

সতীশ। আর কেউ ধর। আমি একবার বাবুলাল বেটার সন্ধান নি—বেটা জল গরম করতে গিয়ে নিজে শুদ্ধ evaporate হয়ে গেল না কি! (সতীশের প্রস্থান)

তিনকড়ি। সুরেশ, তুমি ধর—

যোগেশ। হাঁ, হাঁ, গাও—

অবিনাশ। একখানা পদাবলী-টদাবলী ধর হে—

সুরেশ। পদাবলী! দেখি একবার চেষ্টা করে—

সুরেশ। গীত

সখি, কি পুছসি, অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়।
জনম-অবধি হম্ রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোঙাইনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তব হিয়া জুড়ন ন গেলি।
কত কত রসিকজন রসে অনুমগন
অনুভাব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক।

যোগেশ। well done! কুমুদবাবু, কেমন লাগল?

কুমুদ। বেশ!

[সতীশ ও তৎপশ্চাৎ বাবুলালের প্রবেশ। হস্তে চায়ের সরঞ্জাম—সকলে চা-পানে প্রবৃত্ত হইল। চা পান করিতে করিতে]

যোগেশ। আপনি কোন্ ট্রেনে যাচ্ছেন, কুমুদবাবু?

কুমুদ। দার্জ্জিলিং মেলে।

তিনকড়ি। একটা দিন আর থেকে গেলে হত না, মশায়? আজ শনিবার ছিল—একবার একসঙ্গে সব থিয়েটারে যাওয়া যেত।

কুমুদ। আমার থাকবার জো নেই।

সতীশ। তুমি ভুলে যাচ্ছ তিনকড়ি—ওঁর নতুন বিবাহ হয়েছে। এখন একটা মুহূর্ত্ত ওঁর নষ্ট করবার জো নেই। এতদিন আইনের ধারা মুখস্থ করতে করতে ওঁর জীবন-ধারা শুকিয়ে যাবার মত হয়ে আছে!

তিনকড়ি। মাপ করবেন, কুমুদবাবু। কদিন রইলেন আমাদের মেশে—ভাল করে আলাপ করবার ফুরসৎই হল না। শুনেছিলুম, আপনি কবিতা লেখেন—

সতীশ। লিখতেন—লেখেন না। এখন কবিতা ছেড়ে শুধু স্ত্রীকে পত্র লেখেন।

কুমুদ। ওর কথা শুনবেন না, মশায়—

যোগেশ। না শোনার কারণ দেখচি না। আমারও একদিন বিবাহ হয়েছিল—এবং ওর নাম কি—রোজ একখানা করে স্ত্রীকে চিঠি লিখতুম। তার ফলে আর বছর বি-এটা পাশ করতে পারিনি। এবার চিঠি কমিয়ে দেখচি, যদি পাশটা করতে পারি...ও কে?

[সন্তোষকুমার ও জনৈক পুলিশ-জমাদারের প্রবেশ। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

সন্তোষ। এটা মেশ?

সতীশ। হাঁ।

সন্তোষ। এ মেশে কুমুদনাথ চৌধুরী বলে সম্প্রতি কেউ এসেছেন ?

(সকলে কুমুদের পানে চাহিল ; কুমুদ ভড়্কাইয়া গেল)

কুমুদ। আমার নাম শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী।

সন্তোষ। আপনার বাড়ী রাজশাহীতে ?

কুমুদ। হ্যাঁ।

সন্তোষ। আপনি final B. L. examination দিতে এখানে এসেছেন ?

কুমুদ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সন্তোষ। আপনার পিতার নাম ৺অচিন্ত্যনাথ চৌধুরী ?

কুমুদ। হ্যাঁ।

সন্তোষ। আপনি বিবাহ করেছেন হিঙ্গিংড়ের ভুবন সান্যালের ছোট মেয়েকে ?

কুমুদ। হ্যাঁ—কিন্তু—

সন্তোষ। দাঁড়ান। আপনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন—না—যে, এত খবর আমি পেলুম কোথেকে ? কি করব বলুন, চাকরির দায়ে এত সন্ধান নিতে হয়েছে। আপনাকে তবে সব-কথা খুলেই বলি। আমি পুলিশের লোক—অর্থাৎ সি, আই, ডি ইনস্পেক্টর। গবেশগঞ্জে সম্প্রতি একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, political dacoity.—সেই মামলার সঙ্গে আপনার নামটাও পাওয়া গেছে —তাই আমরা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কুমুদ। কিন্তু গবেশগঞ্জ কোথায়, আমি ত কিছুই জানি না, মশায়।

সন্তোষ। (মৃদু হাসিয়া) হুঁ:, আগে শুনুন সব, তারপর বুঝে জবাব দেবেন। বিস্তর খোঁজের পর শেষ খবর পেলুম, আপনি এখানে আছেন। তাই বড় সাহেবের হুকুমে এখানে এসেছি—আপনাকে এখন আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কুমুদ। (প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে) কোথায় যেতে হবে?

সন্তোষ। আপাতত বড় সাহেবের কাছে।

কুমুদ। তার পর?

সন্তোষ। তারপর কি হবে, সে বড় সাহেবই জানেন। তিনি যা হুকুম করবেন, তাই হবে আর কি!

(মেশস্থ সকলে বিস্ময়ে আতঙ্কে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল)

জিতেন। (জনান্তিকে) কোথা থেকে সতীশ এক political case-এর আসামীকে এনে মেশে তুললে, দেখ দেখি! এখন এ ফ্যাসাদ সামলায় কে? (পলায়নোদ্যত)

সন্তোষ। (তাহা লক্ষ্য করিয়া) দাঁড়ান মশায়, পালা-বেন না।

জিতেন। আজ্ঞে না, পালাব কি—! হুঁ:, আমি উকিল, আইন জানি। তার উপর ক্যাল্‌কাটা পুলিশ কোর্টে প্রাকটিশ্ করি। আমি যাচ্ছিলুম আমার ঘরে, একটা সিগারেট আনতে—

সন্তোষ। সিগারেট! তা এই নিন্ না—আমিই দিচ্ছি!

(পকেট হইতে সিগারেট-কেশ বাহির করিয়া ধরিল; এবং জিতেন সিগারেট লইল)

দেশলাই চাই?

জিতেন। না, দেশলাই আছে, এই যে—(সিগারেট জ্বালিয়া মুখে দিল)

সন্তোষ। (অপর সকলের সম্মুখে সিগারেট-কেশ ধরিয়া) আপনারা কেউ ইচ্ছা করেন?

সতীশ। না—thanks.

সন্তোষ। যাক্—এখন আমি একবার কুমুদবাবুর বাক্স-তোরঙ্গ সার্চ্চ করতে চাই। আপনাদের মধ্যে দুজনকে চাই সে সার্চ্চে সাক্ষী থাকতে। (সতীশের পানে চাহিয়া) আপনি রাজী আছেন?

সতীশ। মাপ করবেন।

সন্তোষ। আপনারা—?

তিনকড়ি। আজ্ঞে না, আমাদেরও মাপ করবেন।

সন্তোষ। দেখুন, এতে কোন গোল নেই। আর আপনারা রাজী না হলে অগত্যা আমায় বাইরে থেকে সাক্ষীর জন্য লোক আনতে হবে। আপনারা এই সব সার্চ্চে সাক্ষী হতে চান্ না মশায়, কাজেই আমাদের বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে লোক নিতে হয়—অথচ আসামীর উকিল বাবুরা এই point-এ কি ভীষণভাবেই আমাদের জেরা লাগিয়ে দেন! দেখছেন ত

সাথে আমাদের এই সব সার্চ্চে বাইরে থেকে লোক ধরতে যেতে হয় ?

জিতেন। (মুরুব্বির ভঙ্গীতে উচ্চহাস্য করিয়া) সত্যই ত—এতে কোন দায়-দোষ নেই হে—। সাক্ষী হতে পার সতীশ —আমার কথাটা মানবে ত ? আমি বন্ধু হচ্ছি, বিশেষ একটা ফৌজদারীর উকিল। নিন্, আপনারা করুন সার্চ্চ—আমি একজন সাক্ষী হতে রাজী আছি—তোমরা আর-একজন এসো না, কেউ! সতীশ, তুমিই না হয় এসো—সাক্ষী হবে! হাঙ্গাম এতে কিছু নেই—শুধু কোর্টে একবার সাক্ষী দিতে যাওয়া—তাতে আর কি—ক্রাউনের তরফে সাক্ষী—বুঝছ না সতীশ, আমার কথাটা ? এসো—

সতীশ। থাক্—আমার দ্বারা হবে না।

সন্তোষ। নিন্, তাহলে আপনিই একজন সাক্ষী হোন্—আর একজনকে তাহলে—তেওয়ারী যাও ত, বাহার্‌সে এক বাবুকো বোলায়কে লেয়াও—তুরন্ত্ লেয়াও—(ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া) ইস্, আট্টা বাজে—(জমাদারের প্রস্থান) নিন্, আপনিই তাহলে আপনার বাক্সটা খুলুন একবার—(কুমুদ ট্রাঙ্ক খুলিতে লাগিল) এঃ, আপনাদের চা-পান শেষ হয়ে গেছে, দেখছি—এক ক্যাপ্ পেলে হোত— সেই ভোরে বেরিয়েছি—

জিতেন। চা খাবেন ? তার আর কি! এখনি করিয়ে দিচ্ছি—এই বাবুলাল—

সন্তোষ। মাপ করবেন—ও বাবুলালকে দিয়ে জল গরম

করিয়ে চা—সে দেরী হয়ে যাবে বিস্তর। থাক গে—আমার আবার তাড়া আছে—

জিতেন। তা এই সামনেই tea-shop আছে—এক পেয়ালা আনিয়ে দি, না হয়—

সন্তোষ। Thanks—মাপ করবেন। দোকানের ঐ গাড়োয়ানদের এঁটো ক্যাপে বকৃপাতা সেদ্ধ—সে খেলে সত্ত রোগে ধরবে। তা ছাড়া ও চায়ে আমার রুচিই হয় না মোটে—

[জনৈক ব্যক্তিকে লইয়া জমাদারের পুনঃ-প্রবেশ]

এই যে—লোক পাওয়া গেছে। কুমুদবাবুর ট্রাঙ্কও খোলা হয়েছে—ব্যস্, আমরা তাহলে দেখি।

(ট্রাঙ্ক হইতে কতকগুলি আইনের কেতাব, কাপড়-চোপড়, এসেন্সের শিশি, আর্শি, চিরুণি ও একতাড়া চিঠি বাহির করিল; প্রত্যেক দ্রব্য বাহির করার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার নামোচ্চারণ করিতেছিল)

যাক্—এই দুটো আমি সঙ্গে নিতে চাই—(একতাড়া চিঠি ও একখানি রবিবাবুর গানের বহি লইল)

কুমুদ। ওগুলো মশায়, প্রাইভেট।

সন্তোষ। প্রাইভেট! অল্ রাইট্—কি? কোন propaganda—?

কুমুদ। আজ্ঞে, ওগুলি আমার স্ত্রীর চিঠি।

সন্তোষ। স্ত্রীর চিঠি! বলেন কি মশায়? এ যে প্রকাণ্ড একটি বস্তা দেখচি। কতগুলো আছে?

কুমুদ। তি-য়া-ত্ত-র-খা-না।

সন্তোষ। তিয়াত্তরখানা! আপনার বিবাহ হয়েছে কদ্দিন?

কুমুদ। (সলজ্জভাবে) প্রায় চার মাস হবে—

সন্তোষ। এঁ্যা—বলেন কি! চারমাসে তিয়াত্তরখানা চিঠি! অথচ এর ভিতর এগজামিনের পড়া চালাচ্ছিলেন—! আপনি ত তাহলে দেখচি, স্বামীকুলতিলক!

সতীশ। এ সব নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা কি আপনার উচিত হচ্ছে মশায়?

সন্তোষ। মাপ করবেন। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, মশায়, আমি পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর হলেও মানুষ—এবং বোধ হয় আপনারাও একবাক্যে স্বীকার করবেন, I am still young. বিবাহের পরই মশায় আমি ট্রেণিঙে যাই। বলব কি, বিদেশে কি যে সে হাড়ভাঙ্গা ড্রিলের মধ্যে সময় কাটিয়েছি—ওঃ—সাতখানা চিঠি লিখলে তবে গিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে একখানা জবাব মিলত! এই গেল নিজের দুঃখের কথা! যাক্—আদার ব্যাপারী, আমার ও-সব বড়-বড় জাহাজের খবরে দরকার নেই—সে কাজের জন্য এসেছি, তা সেরে সরে পড়ি। হ্যাঁ, তাহলে এ চিঠিগুলি নিতে হচ্ছে—এই সব প্রাইভেট চিঠি থেকেই মানুষের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় কি না! আর এই গানের বইখানা—

সতীশ। ওটা রবিবাবুর গানের বই; তাও complete নয়, শুধু প্রেমের গানগুলোই ওতে আছে!

সন্তোষ। তবু এইদুটোই সঙ্গে নিতে হচ্ছে। বড় সাহেবের

কাছে এগুলো দাখিল করব—আর সব জিনিস ঐ ট্রাঙ্কে রেখে চাবি বন্ধ করুন। ওটা কি—ফটো ? দেখি, দেখি—(একখানি ফটো লইয়া) এ যে স্ত্রীলোকের ছবি। বাঃ !

কুমুদ। ওটা আমার wifeএর ছবি—

সন্তোষ। আপনার স্ত্রী ! Ah, she is a beauty, I see.

যোগেশ। যা করতে এসেছেন, আপনি তাই করুন, আমরাও কৃতার্থ হব তাহলে।

সন্তোষ। বেশ, এখন তবে শুনুন কুমুদবাবু, আপনাকে সাফ কথা বলছি। বড় সাহেবের হুকুম। আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমি আপনাকে এ্যারেষ্ট করলুম। আপনি ভদ্রলোক, আপনার মর্য্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ হয়, তেমন কিছু করবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। আমি পুলিশ হলেও, বলেছি ত, মানুষ ! আপনি নিজে থেকে আসতে রাজী হলে ভালই হবে, দেখবেন। বাইরে সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী হাজির—কেউ আপনার গায়ে হাতটিও দেবে না—আপনি গাড়ীতে বসে যাবেন। আর যদি সহজে না আসতে চান তাহলে আমায় বাধ্য হয়ে জোর-জবরদস্তি করতে হবে। প্রয়োজন হলে হাতে হাতকড়ি লাগাবারও হুকুম আছে।

কুমুদ। চলুন, আমি যাচ্ছি।

সন্তোষ। (সকলের পানে চাহিয়া) আপনাদের এতে কোন আপত্তি নেই, বোধ হয় ?

জিতেন। আজ্ঞে, আপত্তি করে কে আর ৩৫৩ ধারায় পড়বে, বলুন ?

সন্তোষ। আপনি ভুল করছেন। ৩৫৩ ধারা হবে পুলিশকে বা Public officerকে প্রহার দিলে! আর আমার কাজে বাধা দিলে হবে ১৮৬ ধারা। যাক্, আপাতত আসি তাহলে—নমস্কার সকলকে! আপনাদের আমোদে ব্যাঘাত দিলুম, তার জন্য মাপ করবেন। ভাল কথা ভুল হচ্ছিল, আপনাদের নামগুলো চাই যে! দয়া করে বলবেন ?

জিতেন। আমার নাম জিতেন্দ্রকুমার দাস, প্লীডার, ক্যালকাটা পুলিশ কোর্ট।

সন্তোষ। আপনার নাম ? (সব নামগুলি একখানা পকেট বইয়ে টুকিতে লাগিল)

যোগেশ। আমার নাম যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, ফোর্থ ইয়ার ষ্টুডেণ্ট, প্রেসিডেন্সি কলেজ

তিনকড়ি। আমি তিনকড়ি ব্যানার্জ্জী। প্লীডারশিপ পড়ছি।

সুরেশ। আমার নাম সুরেশচন্দ্র পালিত, বি, এস্-সি ষ্টুডেণ্ট স্কটিশ্ চার্চ্চ কলেজ।

অবিনাশ। আমার নাম অবিনাশচন্দ্র মজুমদার বি, এ ফোর্থ ইয়ার ক্লাশ, রিপন কলেজ।

সন্তোষ। (সতীশের প্রতি) মশায়ের নাম ?

সতীশ। সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, মেডিকেল কলেজে পড়ি, ফোর্থ ইয়ার।

সন্তোষ। ওঃ, আপনিই কুমুদবাবুর বাল্যবন্ধু? বটে! আপনার কাছেই কুমুদবাবু এসেছেন এগজামিন দিতে?

সতীশ। হ্যাঁ। একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করবার আছে—

সন্তোষ। বলুন।

সতীশ। আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

সন্তোষ। আপাতত মাপ করবেন। হুকুম নেই। এর পর হুকুম হলে আপনি বরং এঁর জন্য জামিন হয়ে এঁকে নিয়ে আসতে পারেন। আসুন কুমুদবাবু—

কুমুদ। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ মশায়—আমি ও-সব ডাকাতি-টাকাতির কোন খবরই জানি না। এগজামিনের জন্য খবরের কাগজ অবধি এ ক'মাস খুলে দেখিনি। গবেশগঞ্জ বলে কোন দেশ আছে কি না, তাও জানি না!

সন্তোষ। কি করব বলুন, মশায়—আমার কোন দোষ নেই —আমি হুকুমের চাকর মাত্র।

কুমুদ। সতীশ, এখানে আমার জানাশোনা কেউ নেই। আমায় বাঁচাবার ভার, ভাই, তোমার উপর।

সন্তোষ, জমাদার, কুমুদ প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ।

বাঙ্গালী সৈন্যগণ ও মহিলাবর্গ

গীত

সৈন্যগণ। আজকে রাজার ডাক পড়েছে, যেতে হবে সমর-সাজে।
ঘরের কোণে থেকো না কেউ, মগন হয়ে মিছে কাজে।
বাঙালীও মরদ—সে তার জানের কেয়ার থোড়াই করে।
রাজার শত্রু মারতে সে-ও গোরার সঙ্গে সমান লড়ে।
দেখাবে সে শক্তি কি তার, ভক্তি কত ব্রিটিশ-রাজে।
এমন সুযোগ মিলবে না আর, বেরিয়ে এসো খাকির সাজে।

মহিলাবর্গ। ধর ধর শিরে প্রসাদী-মাল্য, ভালে ধর জয়টীকা,—
বঙ্গ-গগনে জ্বালো গো রক্ত নব-গৌরব-শিখা।
কীর্ত্তি দেশের উজ্জ্বল কর, নাশো কলঙ্ক-লাজে,—
ডাকো শঙ্কর, দাও হে বিজয়, বিজয় ব্রিটিশ-রাজে।

সৈন্যগণ। রাজার হুকুম অভয় মোদের, চলেছি সব ফুলিয়ে ছাতি,
মৃত্যুকে ভয় নাইক মোদের। মৃত্যু? সে-ত খেলার সাথী।
মরণ সে ত আছেই, তবে মরব কেন ঘরের কোণে?
জীবনটাকে দেখব, কসে যুঝবো মোরা মরণ-সনে।
উল্লাসে প্রাণ নাচ্‌ছে সবার, ঝাঁপ দিতে যাই সমর-মাঝে,
যায় যদি প্রাণ, না হয় যাবে—গর্ব্ব, গেলে রাজার কাজে।

মহিলাবর্গ। কেন যাবে প্রাণ? এ ন্যায়-সমর, নাহি ভয়, নাহি ভয়।
দেবতার বর আমরা মাগিব,—দেবতা দিবেন জয়।
ন্যায়-ধর্ম্মেরি বিজয়-ডঙ্কা, ঐ ঐ শোনো, বাজে—
ডাকো শঙ্কর, দাও হে বিজয়, বিজয় ব্রিটিশ-রাজে।

তৃতীয় দৃশ্য

—:—

কলিকাতা ; মেশের কলতলা।

[স্কন্ধে গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি ফেলিয়া স্নানোদ্যত
যোগেশ, সতীশ, সুরেশ, তিনকড়ি ও অবিনাশ]

যোগেশ। রীতিমত ভোজবাজী! ভদ্রলোক কোথায় এগজামিন দিয়ে দেশে ফিরবেন, না, কি এ!

সতীশ। আমি কিন্তু বুক ঠুকে বলতে পারি, কুমুদ কোন দোষে দোষী নয়। ওর মত নিরীহ ভালমানুষ আমি কখনো চক্ষে দেখিনি। ও করবে ডাকাতি!

তিনকড়ি। নিশ্চয়ই এ কোন শত্রুর কাজ!

সতীশ। কিন্তু বেচারা কুমুদের তেমন শত্রুই বা কে হতে পারে?

যোগেশ। আশ্চর্য্য!

সুরেশ। আচ্ছা জিতেনবাবু, এ যে ধরে নিয়ে গেল, এ কোন্ আইনের কোন ধারায়?

জিতেন। হ্যাঁ, মানে, ও একটা ধারা আছে বটে,—ভারী বিশ্রী ধারা—ঠিক এই ইংরিজি কথাগুলো মনে পড়ছে না—মানে গিয়ে ভাবার্থটা হচ্ছে এই যে—পোলিটিক্যাল কেশ মাত্রেই—অর্থাৎ এ Political ব্যাপার কি না!

যোগেশ। বাঃ, একেবারে জলের মত সাফ বুঝিয়ে দিলে! যাক্—মোদ্দা: একটা কথা মনে হচ্ছে, এ যে ধরে নিয়ে গেল—কৈ, ওয়ারেণ্ট দেখালে না ত! ওয়ারেণ্ট নাহলে একজনকে এ রকম করে arrest করতে পারে কখনো?

অবিনাশ। তাই ত! ওয়ারেণ্ট দেখালে না ত মোটে!

তিনকড়ি। এ কথাটা আমাদের কারও খেয়াল হল না!

সুরেশ। আপনি ত একজন ফৌজদারীর উকিল ছিলেন কাছে, মশায়, সার্চ্চ-লিষ্টে সই অবধি করলেন, কিন্তু কৈ ওয়ারেণ্ট-ফোয়ারেণ্টের কথা তুললেন না মোটে! খামকা অমনি ধরে নিয়ে গেল! এ ত illegal arrest!

যোগেশ। কি হে heavy-file, এত কেশ করে বেড়াও, তার আবার রিপোর্ট বেরোয়! তুমি এমন?

জিতেন। (অপ্রতিভ ভাবাভিনয়) আহা, বুঝচ না—এ হল political case. এতে ওয়ারেণ্ট দরকার করে না।

তিনকড়ি। তুমি উকিল মানুষ হয়ে এ কথা বলছ? ওয়ারেণ্ট দরকার করে না। It is common sense—ওয়ারেণ্ট চাইই! নাহলে যে-সে এসে একজনকে অমনি ফস্ করে arrest করে নিয়ে যাবে! এ ত মগের মুল্লুক নয়, দাদা—ইংরেজের আইনের রাজত্ব। তুমি উকিল হয়ে এমন কথা বলছ?

সুরেশ। ছাই উকিল!

তিনকড়ি। তারপর গবেশগঞ্জ! এমন নামও ত কখনো

শুনিনি। তুমি শুনেছ অবু? তুমি ত খবরের কাগজের পোকা—এ ডাকাতির কথা কখনো কাগজে পড়েছ?

অবিনাশ। ও নামই কখনো শুনিনি—

সতীশ। যাক, যা হয়ে গেছে, তার ত আর চারা নেই। এখন আমি একবার সন্ধান নিইগে লালবাজারে গিয়ে—

জিতেন ব্যতীত সকলে ক্রমান্বয়ে। তুমি একলা যাবে কি? আমরা সবাই যাব। উনি যখন আমাদের আশ্রয়ে এসেছিলেন, তখন ওঁর এ বিপদে আমাদের সকলেরই প্রাণপণ সাহায্য করা উচিত।

যোগেশ। তাহলে এখনই লালবাজারে যাওয়া যাক। জিতেন, তুমি এক কাজ কর। তুমি ত উকিল, তুমিই কুমুদবাবুর তরফে দাঁড়িয়ে পড়।

জিতেন। সে আর আমায় বলছ কি—সে ত আমার duty ওঁকে defend করা, বিশেষ যখন আজ-বাদে কাল উনি member of the same profession হবেন। কিন্তু ওদিকে আমার এক বিপদ হয়েছে, অর্থাৎ শেয়ালদা কোর্টে আমার আজ খুব একটা serious case আছে—আট টাকা ফীও তারা আগাম কাল কোর্টে দিয়ে গেছে। তারা আমার জন্যে হাঁ করে ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের কাগজ-পত্তর অবধি আমায় দেখতে হবে গিয়ে—এই না হয়েছে মুস্কিল—অথচ আর কাকেও যে বলে দেব, তার জোটি নেই। মক্কেলদের বিশ্বাস আমার উপর ভয়ঙ্কর কি না—

সুরেশ। যাক্, যাক্, কুছ্ পরোয়া নেই। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব! পয়সা দিলে ঢের উকিল মিলবে। তুমি বরং একজন সিনিয়র উকিলের নাম বলে দাও, আমরা চাঁদা করে তাঁর ফী দিয়ে এ কেশে তাঁকে দাঁড় করাবো। তোমায় আর আট টাকা লোকসান করতে হবে না।

জিতেন। তোমরা কি আমাকে একেবারেই heartless ভাব হে? হুঁঃ! আমি সঙ্গে যাব—তবে মনে করছি, যাবার আগে ধাঁ করে একবার শেয়ালদায় গিয়ে এদের টাকা কটা ফিরিয়ে দিয়ে দোসরা উকিল জোগাড় করতে বলে আসব'খন—

যোগেশ। আরে না, না, কুমুদবাবু কোথাকার কে—তাঁর জন্য খামকা তোমায় আট-আটটা টাকা লোকসান করতে হবে না।

তিনকড়ি। তাহলে আর ঘরে বসে বসে জল্পনা-কল্পনা করে না। ধাঁ করে চান করে মুখে কিছু গুঁজে বেরিয়ে পড়া যাক্, এস।

অবিনাশ। ঠাকুর, আমাদের ঠাঁই করে ভাত বাড়ো-- যা হয়েছে, তাই দিয়ে দাও। এস হে সতীশ, মাথায় দু'চার ঘটি জল ঢেলে নি।

চতুর্থ দৃশ্য

—:•:—

রঙ্গপট

গীত

পুরুষগণ। এই আমরা, এই আমরা,—
হুঁ হুঁ, আছি বলে তাই তোমরাও আছ, নাহলে কোথায় থাকতে।

নারীগণ। ওগো, আমরা—এই আমরা
রেখে ঢেকে সব চালাই, তাই,—নয়, 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাকতে।

পুরুষ। আমরা পুরুষ, কাছা-কোঁচা আঁটি, রোজগার করি অর্থ।

নারী। খাইয়ে সাজিয়ে অফিসে পাঠাই,—নয়, সবই হত ব্যর্থ।
নটার ভাতটি ধরে না দিলে, সে চাকরি কি করে রাখতে?

পুরুষ। মোরা বক্তৃতা করি, হাতে ধরি ছড়ি, সিঁড়ি বেয়ে উঠি বাড়ী—

নারী। এত বড় বীর! বলোনাক আর। ভয়ে ছেড়ে যাবে নাড়ী।
বচনে ভরা ও মুখগুলি,—নয়, কত কালিঝুলি মাখতে।
(ওগো, জায়গা যে নাই। নয়, কত কালিঝুলি মাখতে।)

পঞ্চম দৃশ্য

কলিকাতা—সুরবালার কক্ষ।

সুরবালা ও নীহার

সুরবালা। নাঃ, বছরখানেক তোকে দেখিনি—আর তুই গলার দফা একেবারে খেয়ে রেখেছিস!

নীহার। আমার গলা নেই দিদি, তা তুমি জোর করলে হবে কি, বল?

সুরবালা। না—নেই! তুই ত ভারী বুঝিস্। তোর বর বুঝি গান-বাজনা ভালবাসে না?

নীহার। (লজ্জানতমুখী)

সুরবালা। আবার ঘাড় হেঁট করে থাকে! ওলো, আমার কাছে আর অত লজ্জা করতে হবে না। বল্ না খুলে, তোর বর বারণ করেছে, বুঝি?

নীহার। না।

সুরবালা। তবে?

নীহার। তবে আর কি! গলা নেই আমার, তা গাইব কি?

সুরবালা। আমি বলছি, গলা আছে! তবে কিছু করিস না, তাই—

নীহার। না দিদি, ও ভাই আমার দ্বারা হবে না—তা ছাড়া সে সময় কোথায়, বল না—

সুরবালা। বরকে রোজ চার পাতা করে চিঠি লেখবার সময় হয়?

নীহার। যাও:—তুমি দেখতে গেছ, আমি চারপাতা চিঠি লিখি—না?

সুরবালা। ওলো, হাজার হোক্, তুই আমারি ছোট বোন ত—আমার কাছে তুই কথায় উড়বি, ঠাওরেছিস্!

নীহার। আচ্ছা, আচ্ছা, এবারে শিখব—

সুরবালা। তোকে এবার কাছে রাখব, মাসখানেক—মার বাবার মত হয়েছে—শুধু তোর শাশুড়ীর মত করানো—তা আমায় তিনি 'না' বলতে পারবেন না—এ তুই জেনে রাখ্। এমন ছিনে জোঁক আমি নই!

নীহার। তাহলেই বুঝি আমার থাকা হবে?

সুরবালা। আবার কি! ও:, তোর বরের মত? আঃ, সে ত ভারী শক্ত। ওলো, তুই যখন আমার মুঠোর মধ্যে এসেছিস, তখন তার সাধ্যি কি যে অমত করে! বিশেষ প্রস্তাব করব আমি, তার শালী?

নীহার। সত্যিই ত—যেমন-তেমন শালী নয় আবার, রূপসী শালী!

সুরবালা। (নীহারের গাল টিপিয়া) ইস্—এই যে আমার মৌনময়ীর ভাষা ফুটেছে তাহলে। এবার একটা গান হোক্ তবে—

নীহার। না ভাই, না দিদি, গাইতে আমি সত্যি পারবো না—তার চেয়ে তুমি বরং একটা গাও, আমি শুনি।

সুরবালা। আমি গাইতে রাজী আছি—কিন্তু সর্ত্ত আছে —তুই তোর বরের কথা সব বলবি, বল্?

নীহার। কি বলব?

সুরবালা। কেমন ভাব-সাব হয়েছে, কি চিঠি-পত্র লেখে, দেখা—

নীহার। চিঠি-পত্র ত আর আমি সঙ্গে করে আনিনি এখানে—

সুরবালা। না, আনিস্ নি! অমনি বললেই হল কি না! বেরাল যেমন তার ছানা নিয়ে ঘোরে, তেমনি সেগুলি একদণ্ড সঙ্গ-ছাড়া কর না! ওলো, আমি তোর দিদি! আমাকে আর তুই কথায় ভোলাবার চেষ্টা করিস্ নি।

নীহার। আচ্ছা, আমি বাক্সর চাবি ফেলে দিচ্ছি (চাবির রিঙ্ দিল) তুমি বরং দেখো—

সুরবালা। এ ভালো কথা! চাবি তবে আমার কাছেই থাক্।

নীহার। এখন একটা গান গাও—

সুরবালা। তোকেও কিন্তু গাইতে হবে। আগে গাইতিস্,

এখন গাইবি না কেন? আর তোর বরও ত একালের ছেলে, গান-বাজনা করলে সে খুসী হবে নিশ্চয়—রাগ করবে না।

নীহার। আচ্ছা, আমি তোমায় কাছে শিখব।

সুরবালা। বেশ, এখন কিছুদিন তোকে আমার কাছেই রাখব ত—ভয় নেই লো, তোর বরকেও নিমন্ত্রণ করব। আশা করি, তার কিছুদিন এখানে থাকতে আপত্তি হবে না।

নীহার। তা বোধ হয় হবে না।

সুরবালা। আবার বোধ হয়! নিশ্চয় হবে না। বিশেষ তোকে যখন আটক করেছি, তখন তাকে আনতে কষ্ট নেই! কথায় বলে, কাণ টানলে মাথা আসে।

নীহার। যাক্ ভাই, এখন গাও—

সুরবালা। কি গাইব, বল্ দেখি—

নীহার। কেন, যেটা খুব ভাল বোধ হয়—

সুরবালা। আমার, না তোর?

নীহার। গান সবই আমার ভাল লাগে।

সুরবালা। তবু ওরি মধ্যে উঁচু-নীচু আছে ত! আচ্ছা, এখন তোর মনের সঙ্গে খাপ খায়, এমন একটা গাই—কেমন?

নীহার। তুমি আমার মন খুব জান, না?

সুরবালা। তা আর জানি না!

নীহার। আবার কথা-কাটাকাটি সুরু করলে! গাও, গাও,

খোকা এখনই বেড়িয়ে ফিরবে—তখন আমি কিছুতেই গান শুনব না, তা কিন্তু বলে রাখচি।

সুরবালা। আচ্ছা, একটা গাই তবে, শোন্—তোর মনের সঙ্গে কথাগুলো ভারী খাপ খাবে—

গীত

আজ আমার প্রাণে এ কি হাওয়া বইছে রে!
ফুলকলি জেগে ধীরে, হাসি-চোখে চাইছে রে।
কার মুখের সে মধুর হাসি,
প্রাণের 'পরে বেড়ায় ভাসি,
এই তরুলতার মর্ম্মরে কে
প্রাণের কথা কইছে রে!
কোথায় নয়ন-জলে ভেসে,
এমন হাওয়ায় সে কোন্ দেশে,
না জানি, মোর প্রাণের জন সে,
মনের বেদন সইছে রে!

নেপথ্যে দাসী। ও মা,—কোথায় গো তুমি?

নীহার। ঐ খোকা এসেছে—আমি চললুম দিদি। (প্রস্থান)

সুরবালা। চ', আমিও যাই।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

—:—

লালবাজার—পুলিশ অফিসের সম্মুখ।

উকিলগণ ও মুহুরিগণ

গীত

উকিলগণ। আমরা হেথায় বসে আছি, ঐ আকাশে পাতিয়া ফাঁদ!

মুহুরিগণ। মোরা তাড়া দিয়ে ফিরি আশে-পাশে,

ডাকি, আয় আয়, ওরে প্রেম-পাশে!

উকিল। (মোরা) হাতে পেড়ে দেব চাঁদ!

মুহুরি। বাবুদের শক্তি যে কি, বলব কি তা—

উকিল। বুঝবে, হাতে পড়লে ফীটা;

যেমনি জোরে চলবে কলম,

মুহুরি। তেমনি মুখে বুলির বাঁধ!

উকিল। চাইনে কারো ভিটে-মাটি, ওগো, বলছি খাঁটি—

মুহুরি। উঁচু নজর মোটেই নেই, চলবে পেলেই ঘটি-বাটি

(ঐ ঘটিবাটি, ওগো ঘটিবাটি, শুধু ঘটিবাটি!)

উকিল। করব কি? কত হয়েছে খরচ,——

মুহুরি। ... ... খতিয়ে দেখ—

উকিল। ... ... এই অঙ্গে চড়াতে গাউন-ছাঁদ।

(ভাইরে, এই গাউন-ছাঁদ!)

১ম মুহুরি। অর্থাৎ বুঝলেন কি না, যাঁরা বেশী খরচ করতে চান, তাঁরা আর একটু দক্ষিণে এগিয়ে যান্—

(অবিনাশ, সতীশ, তিনকড়ি, সুরেশ প্রভৃতির প্রবেশ)

১ম মুহুরি। এই যে, চলে আসুন, চলে আসুন—আমার উকিল ভারী জবর উকিল, এখানে বসে দরখাস্ত লিখবেন, আর সেই ওখানে কোর্টের মধ্যে হাকিমের কলমের মুখে রায় বেরিয়ে পড়বে—

২য় মুহুরি। আমার উকিল আরো ভাল, দরখাস্ত লেখার দরকার নেই—আপনি caseটি কাণের কাছে বলবেন, অমনি ওধারে হুকুম বেরিয়ে যাবে—

৩য় মুহুরি। বাবু, চলে আসুন, চলে আসুন—ওরা সব টাউট, টাউট, খালি বাক্যিবাগীশ, ওদের কথা শুনবেন না।

টানাটানি করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

—○—

গৃহসম্মুখস্থ কানন-পথ।

সন্তোষ ও কুমুদের প্রবেশ

সন্তোষ। এইটে হল বড়সাহেবের কোয়ার্টার্স—আমার অফিসও এইখানে। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে এখন আমি নিশ্চিন্ত।

কুমুদ। (সসঙ্কোচে) কিন্তু যথার্থ বলছি মশায়, আমি কোন দোষে দোষী নই। গবেশগঞ্জ কোথায়, তা জানিও না—তা-ছাড়া কোনরকম political ব্যাপারে কথনও যোগ দিইনি আমি। এমন কি, সেবারে রাজশাহীর কন্‌ফারেন্সে ভলন্টিয়ার অবধি হইনি। দোষের মধ্যে শুধু কাব্যচর্চ্চা করেছি। আপনাকে সব কথা খুলে বললুম, কিছুই গোপন করিনি।

সন্তোষ। দেখুন, আমায় কোন কথা বলা বৃথা। কারণ, আমি হুকুমের চাকর মাত্র। আপনি বড় সাহেবকে বলে দেখবেন—তবে একটা কথা, আমার বড়সাহেব লোক ভাল। তবে কি না বুঝলেন, নিজের গোঁ তিনি কথনও ছাড়েন না—

কুমুদ। (সন্তোষের পায়ে ধরিয়া) আপনার পায়ে পড়ি—আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।...আপনিই বলছিলেন না, আপনি এথনও young ?

সন্তোষ। আপনি কি old মনে করেন না কি ?

কুমুদ। না।

সন্তোষ। তবে ?

কুমুদ। দেখুন, আপনি এথনও young, সেইজন্যই বলতে সাহস হচ্ছে, এথনও আপনার প্রাণ কড়া হয়ে যায় নি—আর কোন কারণে দয়া না হয় যদি ত আমার poor dear wifeএর মুখ চেয়ে না হয়—

সন্তোষ। নাঃ, আপনি হাসালেন মশায়। আমাদের যা চাকরি, আর বলবেন না—হুকুম হলে নিজের সম্বন্ধীকে অবধি

হয়ত গ্রেফতার করে আনতে হতে পারে, তা আপনি ত কোথাকার কার সম্বন্ধী! হুঁ,.নিজের dear wife-এর মুখ চাইতে গেলে duty করা যায় না, তা এ'ত আপনার dear wife! যাক, আপনার এই সেদিন বিয়ে হয়েছে, বলছিলেন না? শুধু এগ্‌জামিনের পড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, আর কোনদিকে চেয়ে দেখবারও ফুরসুৎ হয় নি—তবে স্ত্রীর সঙ্গে এত ভাব হল কেমন করে? দেখুন, পুলিশের চোখে কিছু এড়াবার জো নেই। আপনার কোন্ কথাটা তাহলে সত্যি?

কুমুদ। (সলজ্জে) আজ্ঞে, দুটোই সত্যি।

সন্তোষ। লজ্জা করবেন না। খুলে বলুন সব, তাহলে হয়ত আপনার poor dear wifeএর মুখ চেয়ে ন্যায্য কথাটা আমিও গুছিয়ে বলতে পারব। আর সাহেবও যাতে আপনাকে সুনজরে দেখেন্, তারও চেষ্টা দেখব।

কুমুদ। কি বলতে হবে, বলুন।

সন্তোষ। আপনার বিয়ে হয়েছে, কদ্দিন, বল্‌ছিলেন?

কুমুদ। মাস চারেক হবে।

সন্তোষ। এর মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে কত বার?

কুমুদ। আজ্ঞে, বিয়ের সময় সেই যা পাঁচ ছ' দিন। তার পর শুধু চিঠি-লেখালেখি হয়েছে, দেখা মোটেই হয় নি—

সন্তোষ। ওঃ, তাহলে loveটা কিছুই এখনো grow করতে পারেনি—বলুন?

কুমুদ। (সলজ্জে মাথা নত করিয়া রহিল)

সন্তোষ। বলুন না, মশায়—এখানে privately আপনার হুটো খবরা-খবর না নিয়ে রাখলে আপনার তরফে কোন কথা কইব কি করে? তা আপনি দেখ্‌চি কিছুই বলবেন না! বেজায় লাজুক!

কুমুদ। কি বলব?

সন্তোষ। বলি, স্ত্রীর সঙ্গে ভালবাসাটাসা কিছু হয়েছে—না—?

কুমুদ। আজ্ঞে, আমার স্ত্রী চিঠি লিখেছিলেন, এগজামিনের পর দেখা না হলে তিনি কাপড়ে কেরোসিন জ্বেলে আত্মহত্যা করবেন।

সন্তোষ। আরে ব্যস্! আপনি ত চমৎকার স্বামী দেখ্‌চি। পুলিশের কাছে এত বড় incriminating statementটা করে ফেললেন! আপনি বুঝি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন না?

কুমুদ। কি বলেন! she is dearer to me than my own life.

সন্তোষ। তবু তেমন দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয় নি—এঁ্যা—চিঠিতেই এই?

কুমুদ। (সলজ্জভাবে রহিল)

সন্তোষ। আমারি ভুল হয়েছিল—ভুলে গেছলুম, আমরা বাঙালীরা শৈশব থেকেই প্রেমিক! বিয়ের আগে স্ত্রীকে না দেখলেও তাঁকে ভালবেসে থাকি। এবং ফুলশয্যার রাত্রে নিতান্ত গোঁয়ার কাটখোট্টা ছোকরা যে, সে-ও স্তর রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতাও নিদেন মুখস্থ করে ফেলে। যাক্,

আপনার স্ত্রীর জন্য সত্যই দুঃখ হয় কিন্তু। হুঁঃ কোথায় চটপট্ দেশে গিয়ে স্ত্রীকে দেখবেন, না, কি এ ফ্যাসাদ, বলুন দেখি!

কুমুদ। আপনি আমায় রক্ষা করুন—দেখুন, আমার এখানে কোন আত্মীয়-বন্ধু নেই। আপনি আমার বড় ভাই।

সন্তোষ। ভায়রা-ভাই বলেন নি, আমার ভাগ্যি। দেখুন, আমিও আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, ভয়ঙ্কর ভালবাসি, এমন ভয়ঙ্কর যে, তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না! এই যুদ্ধে যাব ভেবেছিলুম, বেজায় এধারে সখও ছিল, তা গভর্ণমেণ্ট ত আর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে না, কাজেই এই চাকরি নিয়ে পড়ে থাকতে হল। যাক্, আপনার সঙ্গে আলাপ বেশই হল, কি জানেন, আপনাদের মত এই রকম প্রেমিক ছোকরাদের উপর আমার খুব sympathy আছে— তারা নির্দ্দোষ জানলে পারত-পক্ষে তাদের হয়ে দু'কথা বলতে আমি কখনও ছাড়ি না। আপনার হয়েও তেমনি দু'কথা বলব, এ নিশ্চয় জানবেন। তাহলে এখন আসুন। কিন্তু একটা কথা— আমি শুধু এই কথা বলব, যে হুজুর, এঁর নতুন বিয়ে হয়েছে— স্ত্রীর সঙ্গে আলাপও তেমন হয়নি, অথচ দুজনে ভালবাসা অতি-গভীর—যদি তেমন strong প্রমাণ না থাকে, তবে warn করে ছেড়ে দিতে পারেন—এর বেশী আর একটি কথাও নয়—

কুমুদ। (করুণভাবে সন্তোষের পানে চাহিল)

সন্তোষ। আসুন, তাহলে— (উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুম।

সন্তোষ ও কুমুদের প্রবেশ

সন্তোষ। আপনি একটু বসুন—বড় সাহেব এখনই আসবেন। ঐ ডানধারে পর্দ্দা দেখছেন, ঐটে তাঁর ঘর, আর এই বাঁয়ে আমার অফিস। আমি যাই, এগুলো দেখে এখনি একটা রিপোর্ট লিখে ফেলি—(গমনোদ্যত)

কুমুদ। আমায় দয়া করে ছেড়ে দেবেন—আমি কোন দোষে দোষী নই।

সন্তোষ। বলেছি ত মশায়, আমায় কিছু বলা মিছে। আমি হুকুমের চাকর মাত্র। হুকুম তামিল করাই আমার কাজ। বড় সাহেবের হুকুমে আপনাকে এখানে এনেছি—আবার তিনি যদি হুকুম করেন ত এখনই আপনাকে যথা-স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। আপনি তাঁকে সব কথা খুলে বলবেন। আপনি যথার্থই যদি নির্দ্দোষ হন্, তাহলে ত ভাবনার কারণ নেই। কেন মিথ্যে আপনাকে ধরে রাখব ?

(প্রস্থান)

কুমুদ। পাষাণ—পাষাণ! এরা কি মানুষ! মিথ্যা এদের কাছে মনের বেদনা জানানো! কোন ফল নেই। প্রাণে

পাষাণ গেঁথে খালি কাগজ দেখে এরা কাজ করে—মানুষের প্রাণের মধ্যে চেয়ে দেখে না। ওঃ—সে বেচারী এ ভয়ঙ্কর আঘাতে একেবারে মুষড়ে পড়বে! সে কি আর বাঁচবে? কত আশা করে লিখেছিল, "এগজামিনের পরই তোমার আসা চাই।" নাঃ, আর ভাবতে পারি না! ভাবনার কূল নেই, কিনারাও নেই। (টেবিলে মাথা রাখিয়া মুখ গুঁজিল)

সুরবালার প্রবেশ

সুরবালা। কুমুদ—

কুমুদ। (চমকিয়া মাথা তুলিল ও পরক্ষণেই মাথা পূর্ব্ববৎ ঢাকিল)

সুরবালা। (নিকটে আসিয়া কুমুদের মাথায় হাত রাখিয়া) তোমার কি মাথা ধরেছে?

কুমুদ। (মাথা তুলিয়া ভড়কাইয়া কহিল) এ্যাঁ—(পরে একেবারে উঠিয়া লাফাইয়া সরিয়া আসিল)

সুরবালা। তুমি অবাক হয়ে কি দেখছ?

কুমুদ। (স্বগতঃ) বুঝেছি, এ পুলিশের এক চাল! মেয়ে-গোয়েন্দা দিয়ে কোন রকম ফ্যাসাদ বাধাবার চেষ্টা! কিন্তু এমন সুন্দরী—এমন সরল মুখ-চোখ—নাঃ, ভুল নেই, গোয়েন্দা —নাহলে একজন অচেনা পুরুষের সামনে এমন-ভাবে বেরিয়ে আসে, তার গায়ে হাত দেয়—বাঙালীর মেয়ে?

সুরবালা। কি! অবাক হয়ে কি দেখচ? আমায় তুমি চেনো না, তার মানে তোমার বিয়ের সময় আমি যেতে পারিনি

—বড্ড-হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল কি না, তাছাড়া খোকা তখন সবে দেড় মাসের। আমি নীহারের দিদি, বুঝলে? আমার নাম সুরবালা।

কুমুদ। (চমকিয়া স্বগত) নাঃ, পুলিশের অসাধ্য কাজ নেই। নীহারের নামটা চিঠি থেকে নয় জানতে পারে—কিন্তু আমার শালীর নাম কি করে জানলে? তাছাড়া এত খবর গড়ে ফেলেছে—!

সুরবালা। তোমার এগজামিন কেমন হল?

কুমুদ। (সুরবালার পদতলে পড়িয়া) আমায় আপনারা মাপ করবেন। দোহাই বলছি, আমি কিছু জানিনা—গবেশ-গঞ্জর নামও কখনো শুনিনি।

সুরবালা। গবেশগঞ্জ!

কুমুদ। হ্যাঁ, সেই যে যেখানে আপনারা বলছেন, কি-না-কি ডাকাতি হয়েছে।

সুরবালা। ডাকাতি! ডাকাতি আবার কি! আমায় তুমি চিনতে পারছ না—? আমায় না হয় চোখেই না দেখতে পারো, কিন্তু আমার নামও কি কখনো শোননি? আমি নীহারের দিদি—তোমার শালী।

কুমুদ। শালী! আপনি তবে এ পুলিশের অফিসে এলেন কেন?

সুরবালা। পুলিসের আপিস কোথায়! এ থানাও নয়। উনি পুলিশে কাজ করেন বটে, তবে এখন ছুটিতে আছেন।

এ বাড়ী আমাদের সাবেক বাড়ী। সাহেব ভাড়াটে ছিল, উঠে গেছে—তাই উনি বললেন, যে দু'মাস ছুটি আছে, বাইরে কোথাও হাওয়া খেতে না গিয়ে নিজেদের বাড়ীতেই একটু আরামে থাকা যাক্। তাই এই ইংরেজটোলার বাড়ীতে এসে আছি।

কুমুদ। এঁ্যা!

সুরবালা। তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন, তা ত বুঝতে পারছি না।

সন্তোষকুমারের প্রবেশ

সন্তোষ। আমি না বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারবেও না! উনিও সবটা বুঝবেন না—ওঁর কাছে এখনো সবটা প্রহেলিকা বলে বোধ হচ্ছে—কেমন, নয় কুমুদবাবু?

সুরবালা। কি হয়েছে, বল দেখি—ডাকাতি-টাকাতি এ-সব কি বলছে কুমুদ?

সন্তোষ। ঠিকই বলছেন!

সুরবালা। কিসের ঠিক?

সন্তোষ। অর্থাৎ আমি ওঁর মেসে উঠে বলেছিলুম—আমি সি-আই-ডি পুলিশ, গবেশগঞ্জের ডাকাতি মামলায় ওঁর নাম পাওয়া গেছে, তাই বড় সাহেবের হুকুমে ওঁর তল্লাস চলেছে এবং ওঁকে বড় সাহেবের হুকুমে তাই গ্রেফতার করতে এসেছি। ওঁর বিষম ভয় হয়েছিল—ভয়ের চোটে অনেক কথা আমার কাছে বলে ফেলেছেন। যাক্, আপনার ভয় নেই কুমুদ

বাবু, সেগুলো আপনার arrest-এর পর পুলিশের কাছে admissionকি না, সে ত আর প্রমাণ বলে কোন আদালত গ্রাহ্য করবে না—সে সব কথা এখন কিছু বলে দেব না—

সুরবালা। দেখ দেখি তোমার চালাকি! ছি-ছি, ও বেচারা সবে-মাত্র এই এগজামিন দিয়ে একটু নিশ্বেস ফেলে বেঁচেছে—

সন্তোষ। তাও সম্পূর্ণ বাঁচা নয়! নীহারবালার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এত অধীর যে নিশ্বেসটাও পুরো ফেলতে পারেন নি!

সুরবালা। আর তার সঙ্গে এমনি মারাত্মক ঠাট্টা করেছ! বিশেষ এই সময়! ছিঃ—না ভাই, তুমি কিছু মনে করো না—আসল কথা কি, জানো? পরশু খোকার ভাত। তোমার বাড়ীতে তোমার মার কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তা সেখান থেকে .কাল-জবাব এসেছে, তুমি এগজামিন দিতে এখানে এসেছ, বেনেটোলার মেসে তোমার কে বন্ধু আছেন, সতীশ বাবু—মেডিকেল কলেজে পড়েন, তাঁরই বাসায় উঠেছ। তাই ওঁকে আজ পাঠিয়েছিলুম, তোমায় আনবার জন্য। উনি যে এ-রকম ফন্দী খাটিয়ে নিয়ে আসবেন, তা আমি কি করে জানব, বল ভাই? ওঁর রসিকতাই অমনি, ফৌজদারী ধরণের! আমি ত হাড়ে-নাড়ে জ্বলছি। তা যাক্—মোদ্দা কিছুদিন এখন তোমায় এখানে থাকতে হবে—এত বড় বাড়ীতে আমরা দুটি প্রাণী আর খোকা—এ কি টেঁকা যায়? তোমার এগজামিনও ত হয়ে গেছে—কোন অসুবিধা

হবে না, নীহারও কাল এখানে এসেছে। মা আর বাবা পরশু ভোরে এসে পৌঁছুবেন।

সন্তোষ। তাহলে কুমুদবাবু, দেখচেন ত আমি একটুও মিথ্যে কথা বলিনি—ইনিই আমার বড় সাহেব। আর যা বলেছিলুম, আমার বড়সাহেবের মনটি বড় ভালো—তবে ঐ গোঁ, বুঝলেন কি না! এই যে বললেন, কিছুদিন এখানে থাকতে হবে, এ আপনাকে থাকতে হবেই। এর আর নড়চড় হবে না—কোনমতেই না। এ হুকুমের আবার আপীল নেই। হাঁ, ভালো কথা (সুরবালার দিকে চাহিয়া) হুজুর, আসামীর ট্রাঙ্কে এই বিশেষ মাল পাওয়া গেছে; এই থেকে এঁকে সনাক্ত করবেন, ইনিই আসল কুমুদনাথ চৌধুরী, জাল নন্—এঁরই হাতে আপনার ভগ্নী শ্রীমতী নীহারবালা তাঁর প্রাণ-মন সমর্পণ করেছেন এবং চিঠিতেও সে কথা তিনি আগাগোড়া কবুল করেছেন—তাও অমন একখানা চিঠিতে নয়, তিয়াত্তরখানাতে—

সুরবালা। দেখি, এগুলো বুঝি নীহারের চিঠি! ক'মাসে এত চিঠি লিখেছে! তা হলে আর গান শেখবার ফুরসৎ পাবে কি করে বল? চিঠিগুলো দাও ত—

সন্তোষ। দাঁড়াও, আমি আগে পড়ি। আহা, দেখেও আনন্দ হয়! হায়, হায়, তুমি যদি এর অর্দ্ধেক চিঠিও আমাকে লিখতে, তাহলে বৃদ্ধ বয়সের জন্য একটা সম্বল থাকত! ওঃ, আমার জীবনের নববসন্তটুকু একেবারে ব্যর্থ কেটেছে, খালি হাড়ভাঙ্গা ড্রিল করে—

সুরবালা। থাম, থাম, আর ফাজলামি করতে হবে না। বুড়ো হলে, এখনও—

সন্তোষ। কুমুদ বাবু, শুনুন, defamation! আমায় বুড়ো বলা—অর্থাৎ উনি হলেন, তাহলে আমার তরুণী ভার্য্যা!

সুরবালা। ওগো, তোমার ব্যাখ্যানা থামাও—একজন অচেনা নতুন লোকের সামনে ফস্ করে এত শাগ্‌গির আর নিজেদের কেলেঙ্কারি রাষ্ট্র করো না—

সন্তোষ। কি কুমুদবাবু—চুপ হয়ে রইলেন যে। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না? সম্বন্ধ-নির্ণয়ে সন্দেহ রয়েছে?

সুরবালা। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ঐ যে সন্দেহ-ভঞ্জিনী! আর পালাতে হবে না! উঁকি মারছেন, কেউ ত আর দেখেনি! (দ্রুত গিয়া পর্দ্দার পাশ হইতে অবগুণ্ঠনবতী নীহারকে টানিয়া আনিয়া) আচ্ছা, এ হাত কার, চেনো?

সন্তোষ। শুধু হাত কেন, গোটা মানুষটাকে দেখেই না হয় সন্দেহ-ভঞ্জন করুন। কি জানি, যখন থানা-পুলিশ বলে মনে একবার সন্দেহ উঠেছে, তখন রীতিমত সব দেখে-শুনে নেওয়া ভাল! (নীহারের ঘোমটা খুলিয়া দিল)

নীহার। যাওঃ!—(ঘোমটা টানিল)

সুরবালা। আবার—মার খাবি, বলছি, নীহার—(ঘোমটা খুলিয়া দিল)

সন্তোষ। দেখ, রূপসী ষোড়শী শ্যালিকে, মম হৃদয়-মালিকে,

তোমার দলিলপত্র এই আমার হাতে, এ সময় যদি ঝগড়া কর, তাহলে এখনই এগুলি চেঁচিয়ে পড়তে আরম্ভ করব।

নীহার। (ভ্রূকুটি করিল) হ্যাঁ—

সুরবালা। কেমন ভাই, এখন সব গোল মিটল ত ?

সন্তোষ। আমায় ক্ষমা করেছেন ত ?

কুমুদ। আপনি যে রকম ভয় দেখিয়েছিলেন—

সন্তোষ। তেমনি অভয় শেষকালে পেলেন ত ! এই শালী, এই এত চিঠি ঐ অচেনা লোকটিকে লিখেছ—আর আমাকে একছত্র লিখতে সময় পাও না ! এই কি তোমার—তোমার—কি বলব—পাতিব্রত্য ?

নীহার। যাওঃ !—(সন্তোষের পিঠে ছোট একটি ঘুসি মারিল)

সন্তোষ। বটে, আমার বেলা ঘুসি, আর ওঁর বেলায় এই চিঠির রাশ ! ছি, ছি, মেয়েমানুষ জাতটা কি বেঈমান্ !

সুরবালা। কুমুদ, তুমি ভাই বসো—এখন ভাবনা ত গেছে —(কুমুদ বসিল) মাথা-ধরাটা ছেড়েছে ? না হয় ত—

কুমুদ। আজ্ঞে, না, মাথাধরা নেই—

সুরবালা। (নীহারের চিবুক ধরিয়া) এ কি কম ওষুধ, ভাই ?

সন্তোষ। এই আমার শরীরটিই তার মস্ত প্রমাণ—কোথাও হাওয়া খেতে যাব, ভাবছিলুম, তার দরকার হল না। এই রূপসী ষোড়শী শ্যালিকাটি যেই এখানে পদার্পণ করেছেন, অমনি আমি নবশ্রী ধারণ করেছি ! ওঁর স্পর্শের কাছে কোথায় থাকেন দার্জ্জিলিং !

সুরবালা। তোমার ও-রকম ঠাট্টা করতে লজ্জা করে না?

সন্তোষ। লজ্জা কিসের! তবে হ্যাঁ, ভয় করে বটে—

সুরবালা। ভয়টা কিসের?

সন্তোষ। তোমার বিদ্বেষ-বহ্নির—

সুরবালা। যাও—আর বদ রসিকতা করতে হবে না। নীহার, তুই বোস্ ভাই। দাঁড়িয়ে ঠাট্টাই হচ্ছে শুধু! এই যে রূপসী শালীটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা তাকে বসতে একটু জায়গা দিলে না!

সন্তোষ। এই যে, বিশাল বুক পেতে দিচ্ছি—বসো আসি, হে সুন্দরী—

সুরবালা। আবার! আচ্ছা, কুমুদ কি মনে করবে, বল দেখি?

সন্তোষ। জেলাউসি! তা আমি স্পষ্ট বলে রাখছি, দাদা, আমার হল পুরোণো প্রণয়—

দাসীর প্রবেশ

কি রে?

দাসী। নাচনা-উলিদের আসতে বলেছিলেন—জনকতক তারা এসেছে—

সন্তোষ। আচ্ছা, চ, আমি যাচ্ছি। (দাসীর প্রস্থান) (সুরবালার প্রতি) তুমি তাহলে পরখ কর—সেদিনের জন্য কি রকম ব্যবস্থা করবে, দেখ। আমায় এখনি বেরুতে হবে। কুমুদ বাবুর বন্ধুরা হয়ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে লালবাজারের ধারে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন—তাঁরা ভারী ভয় পেয়ে গেছেন কি না, তাঁদের সব কথা খুলে বলে মাপ চাইগে, আর পরশুর জন্য নিমন্ত্রণ করে আসিগে—তাঁদের নামগুলি পকেট-জাত করেছি। তুমি তাহলে কুমুদবাবুর চান-টানের ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ো। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আসি, কুমুদবাবু, ফিরে এসে আলাপ-পরিচয় করব। (প্রস্থান)

সুরবালা। তুমি ভাই কিছু মনে করো না। ওঁর ঠাট্টাই অমনি গেছো ধরণের।

কুমুদ। বেশ লোক। আমি কিন্তু ভারী ভয় পেয়ে গেছলুম—

সুরবালা। নীহার, আবার তুই ঘোমটা টান্‌ছিস? ভাল হবে না, বলছি! না, আমার সামনে লজ্জা করতে পাবি না। আমার সামনে কুমুদের সঙ্গে কথা কইতেই হবে তোকে। কি বল ভাই কুমুদ, তোমার কি মত?

কুমুদ। নিশ্চয়! আপনার সামনে কথা কবে বৈ কি।

সুরবালা। দেখ্ দেখি—ক' কথা। একটা কথা কইতেই হবে—নাহলে ছাড়ছি না আমি।

নীহার। কি কথা কব?

সুরবালা। জিজ্ঞাসা কর্, বল্, কেমন আছ? কর্ জিজ্ঞাসা—না, আমি ছাড়চি না। আবার মুখ নীচু করে। দেখ্—কুমুদের পানে চেয়ে দেখ্—কথা ক'—কুমুদ, তুমিও চাও ত ভাই—

নীহার। (কুমুদের পানে চাহিয়া হাসিয়া ঘাড় নামাইল)

সুরবালা। এইটুকুই ভাই বড় সুখের, বড় আনন্দের! আমরা বাঙালীর মেয়ে, এটুকু আমাদের বড় মিষ্টি লাগে। তোমরা দুজনে তাহলে কথাবার্ত্তা কও, আমি একবার ওদিকে দেখে আসি।

(প্রস্থান)

কুমুদ। (নীহারের হাত ধরিয়া) নীহার—

নীহার। দাঁড়াও, দরজাটা ভেজিয়ে দি, কেউ যদি ফস্ করে এসে পড়ে!

কুমুদ। (নীহারকে আলিঙ্গন করিয়া) কেউ আসবে না।··· নীহার—আমার নীহার—

নীহার। (কুমুদের বুকে মুখ লুকাইয়া) উঁ—

যবনিকা

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ছোট গল্প

মণিদীপ	...	১৲	পরদেশী	...	॥০
পুষ্পক	...	১৲	নির্ঝর	...	॥০
শেফালি (২য় সংস্করণ)		৸০	সাঁঝের বাতি	...	॥০
বৈকালি	...	॥০	ফুলের পাথা	...	(যন্ত্রস্থ)

উপন্যাস

মাতৃঋণ	...	...	...	১॥০
বন্দী (২য় সংস্করণ)	...	...	...	॥০
নবাব	...	...	...	(যন্ত্রস্থ)

নাট্য-গ্রন্থ

যৎকিঞ্চিৎ	..	ষ্টারে অভিনীত	...	॥০
দশচক্র (২য় সংস্করণ)		ষ্টারে অভিনীত	..	।৵০
গ্রহের ফের	...	কোহিনুরে অভিনীত	...	।০
দরিয়া	...	মিনার্ভায় অভিনীত	...	॥০
রূপমেলা	...	মিনার্ভায় অভিনীত	...	॥০
হাতের পাঁচ	...	মিনার্ভায় অভিনীত	...	।৴০
পঞ্চশর	...	ষ্টারে অভিনীত	...	।০